দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 12 DEC 2002
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

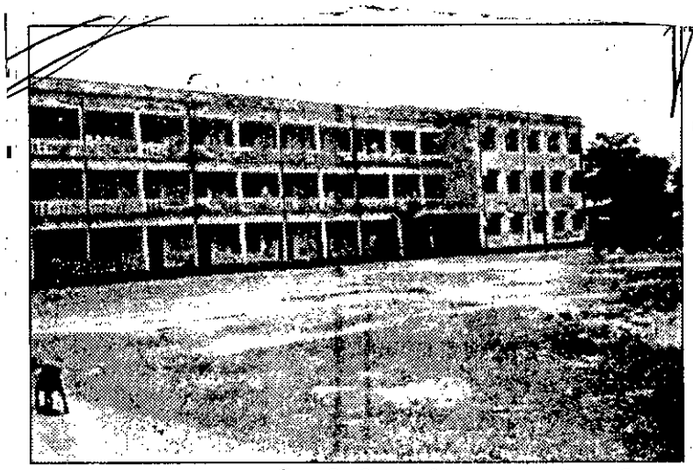

বেগমগঞ্জ ঃ বেগমগঞ্জ সরকারী কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয় ভবন সিদ্ধান্তহীনতায় ছাত্র সংকটে –ইনকিলাব

অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনায় বেগমগঞ্জ কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয় ছাত্রশূন্য

বেগমগঞ্জ উপজেলা সংবাদদাতা ঃ শিক্ষক স্বল্পতা, আসবাবপত্রের অভাব, দুর্নীতিসহ বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত হয়ে ঐতিহ্য হারাতে বসেছে বেগমগঞ্জের সরকারী কারিগরী উচ্চ বিদ্যালয়। পাশাপাশি বিঘ্নিত হচ্ছে বিদ্যালয়ের পাঠদান ব্যবস্থা। ১৯৬৫ সালে ৫ দশমিক ০১ একর সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম বিভাগের অন্যতম মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ বেগমগঞ্জ সরকারী কারিগরী উচ্চ বিদ্যালয়। সরকারী অবহেলা ও অব্যবস্থাপনায় ধ্বংস হতে চলেছে এর ঐতিহ্য ও সম্ভাবনা। ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ৯ বছরে ১০ জন প্রধান শিক্ষক পরিবর্তন হয়েছে। অনেকেই প্রমোশন নিয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে এ বিদ্যালয়ে যোগদান করে আবার শিক্ষা অধিদপ্তরের ডিজি ও ডিডি অফিসে উৎকোচ দিয়ে সুবিধাজনক স্থানে বদলি হয়ে যায়। ঘন ঘন প্রধান শিক্ষক পরিবর্তন হওয়ায় এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান অজপাড়া গ্রামের বিদ্যালয়কেও হার মানিয়েছে। বর্তমানে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ প্রায় ৭ জন শিক্ষকের পদ শূন্য। এছাড়া প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে নিয়োজিত স্থানীয় শিক্ষক নির্মলেন্দু ও মোমিনুর রহমানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। তারা প্রশ্নপত্র না করে বার্ষিক পরীক্ষায় কুমিল্লার প্রশ্ন বিতান থেকে প্রশ্ন কিনে বাকি টাকা আত্মসাত করে। যে সকল ছাত্রদেরকে তারা প্রাইভেট পড়ায় তাদেরকে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেয়। বর্তমানে এসএসসি ফরম ফিলাপের টাকা-ভাগযোগ নিয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, সিনিয়র শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের পদাধিকারবলে ডিজির প্রতিনিধি হওয়ার সুবাদে অনিয়ম করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিদ্যালয়ের গাছ বিক্রি করে টাকা আত্মসাত এবং কৃষি খাতের টাকা খরচ না করে ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে টাকা আত্মসাত করে ও বৃক্ষ রোপণের নামে ছাত্রদের থেকে টাকা আদায় করে ভুয়া দরপত্রের মাধ্যমে লাইব্রেরী উন্নয়নের নামে পুরাতন কাঠ দিয়ে নামেমাত্র মেরামত দেখিয়ে বিরাট অংকের টাকা আত্মসাত করেছে। বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশকের নিকট থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে নিম্নমানের বই পাঠ্য করে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সহকারী শিক্ষক জানান, বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সহকারী শিক্ষকদের বিভিন্ন বিলে উৎকোচ গ্রহণ করেন। প্রতিবাদ করলে বদলি করার হুমকি দেয়। বিদ্যালয়ের জনৈক ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে বাসা বরাদ্দ দিয়ে প্রতিমাসে ভাড়া আদায় করে। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন যাবত উক্ত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক না থাকায় নির্মলেন্দু বাবু নির্বিচারে প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে বিদ্যালয়ের অনিয়ম সৃষ্টি করেছে। বিদ্যালয়ের প্রায় ৭ লাখ টাকা মূল্যের ভডকষ্টি মেশিনের কোন হদিস নেই। এমনকি ক্লাস রুটিন তৈরির সময় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদেরকে তাদের বিষয় না দিয়ে তার পছন্দনীয় ব্যক্তিদেরকে শ্রেণী শিক্ষক ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে রুটিন করে দেওয়ায় লেখাপড়ার মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমানে শিক্ষকদের মধ্যে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। উক্ত বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে কারিগরী বিষয়ে ৩০০ নাম্বারে পরীক্ষা হলেও বর্তমানে ১০০ নাম্বারের পরীক্ষা হয়। কর্মশালা ভবন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ দীর্ঘদিন আগে পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন। ৩ তলাবিশিষ্ট একাডেমী ভবনের ১ তলাতে ক্লাস নেয়ার জন্য যথেষ্ট হলেও ছাত্রের অভাবে বাকি ২ তলা অব্যবহৃত থাকে। অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে কোন সচেতন অভিভাবক তার সন্তানকে এ বিদ্যালয়ে ভর্তি করাচ্ছেন না। বিদ্যালয়ের ৫.০১ একর সম্পত্তির মধ্যে বর্তমানে ৪.৭৮ একর সম্পত্তি বিদ্যালয়ের দখলে রয়েছে। বাকি ৭৩ শতাংশ সম্পত্তি বিদ্যালয়ের বাউন্ডারির বাইরে হওয়ায় কতিপয় ব্যক্তি ও পৌরসভার দখলে নিয়ে যায়। যা অত্যন্ত মূল্যবান সম্পত্তি ছিল। বিজ্ঞান বিভাগের জন্য খাত এ বিদ্যালয়ে বর্তমানে বাণিজ্য বিভাগ চালু করলেও শিক্ষার মান পড়ে যাওয়ায় ছাত্র ভর্তি হচ্ছে না। বেগমগঞ্জসহ বৃহত্তর নোয়াখালীর অনেক অভিভাবকই তার মেধাবী সন্তানটিকে এই বিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা তদবির চালাত। অনেকের কাছে এখন হয়তোবা তা অবিশ্বাস্য। বিদ্যালয় শিক্ষকদের কোন বাসস্থান নেই। প্রধান শিক্ষকের বাসস্থানে এখন পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহ করা হয়নি। ছাত্রদের জন্য ১শ' জন ছাত্রের থাকার হোস্টেল থাকলেও এখন কোন ছাত্রই হোস্টেলে থাকে না। অন্যদিকে প্রায় ৮ জন শিক্ষক ছাত্রাবাসে সপরিবারে বসবাস করে। এতেই বুঝা যায় উক্ত বিদ্যালয়ে পড়ানোর মান এবং ছাত্র ভর্তির বাস্তব চিত্র কত ভয়াবহ।